

বিএনপি নেতাদের বাহাস, ঐক্য দূর অস্ত!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ খালেদাপন্থী ও সংস্কারপন্থী নেতাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের কারণে বিবদমান বিএনপির ঐক্য প্রক্রিয়া থেমে গেছে। খালেদা জিয়ার মনোনীত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সংস্কারপন্থী নেতা অস্থায়ী মহাসচিব মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমদ গত দু'দিন ধরে একে অপরের প্রতি পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছেন। শনিবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, হাফিজ কে? কিসের যৌথ ঘোষণা? কার সঙ্গে চুক্তি? হাফিজের সঙ্গে কিসের চুক্তি? সাধারণত চুক্তি হয়ে থাকে দেশে-দেশে ও ব্যবসার ক্ষেত্রে। বিএনপিতে আবার কিসের চুক্তি? তিনি বলেন, বিএনপিতে বিভক্তি নেই। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে। তিনি আরও বলেন, ২৯ অক্টোবরের গভীর রাতের তথাকথিত বৈঠক বাতিল ঘোষণা করে কেউ যদি মূল দলে ফিরে এসে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য কোন বাঁধা নেই। তবে মতলব নিয়ে যদি কেউ দলে ফিরতে চান তাঁদেরকে দলের নেতাকর্মীরা কখনও গ্রহণ করবে না। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ তাঁর বনানীর বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, কোন ব্যক্তির অহমিকার কারণে দলের ঐক্য ভেঙে যেতে পারে না। ৩০ মে'র মধ্যে বিএনপির ঐক্য হবেই। এই বক্তব্যের পর শনিবার পাল্টা ব্রিফিংয়ে মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার।

শনিবার দুপুরে ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ, জেলা বিএনপি ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে তাঁর ন্যায় ফ্ল্যাটের বাসায় সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। দেলোয়ার হোসেন বলেন, দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য আইনজীবীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, যাঁরা দল ও দেশের দুঃসময়ে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে কাজ করবেন তাঁদের অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে। দেশ ও জাতিকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুগে যুগে জনতার বিজয় হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠায় বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রাজনৈতিক নেতার মুক্তি দাবি করে তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠায় এর কোন বিকল্প নেই। বিশেষ মহল বিএনপি ভেঙে আরেকটা বিএনপি বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

দলের ঐক্য প্রসঙ্গে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন, যাঁরা বিএনপির ঐক্যের জন্য অতিউৎসাহ দেখাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারা থেকে মতামত ব্যক্ত করছেন। এটা কোনও দলের সিদ্ধান্ত না। তিনি বলেন, গত ২৯ অক্টোবর রাতের বৈঠকে সংস্কারপন্থীরা আমার প্রতি যে অনাস্থা দেখিয়েছেন, আমি দলীয় নেতাকর্মীদের কাছ থেকে আস্থা ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ যদি মতলব নিয়ে দলে ফিরতে চান তাঁদেরকে কখনও দলীয় নেতাকর্মীরা গ্রহণ করবে না। দলীয় ঐক্য প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিএনপিতে বিভক্তি নেই। ভুল স্বীকার করে নিলে যৌথ ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। তবে কেউ যদি মনে করেন ভুল করেছেন, তাহলে দেশবাসীর কাছে ভুল স্বীকার করে দলে ফিরে আসার প্রচেষ্টা চালাবেন। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, আজ সময় এসেছে আন্দোলন করার। কারণ আন্দোলন না করলে দাবি আদায় হয় না। দলমত নির্বিশেষে দেশের স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঙ্কট মোকাবেলা করতে হবে। তিনি ঝালকাঠির নেতাদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের এলাকায় সিডর হয়েছিল। তেমনি ১/১১-এর পর বিএনপির ওপর সিডর হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট হোসেন আলী খান হাসান, ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট খান এ করিম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মাহবুব কবির, এ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম মন্টু, এ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন, এ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট মোস্তফা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদু, বিএনপি নেতা হাবিব উন নবী খান সোহেল, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাবউদ্দিন, জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলা, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট সাবিনা ইয়াসমিন চৌধুরী বীণা, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা এএফএম ইকবাল।

খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে রোজা ও মিলাদ মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবিতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রোজা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত দু'দিন ধরে রোজা ও মিলাদ মাহফিলের কর্মসূচী অব্যাহত আছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় কেএমআর মসজিদে মিলাদ মাহফিল হয়। এছাড়াও শনিবার মিরপুর ৬ নং জামে মসজিদ, পল্লবী থানা, শ্যামপুর থানা, হাজারীবাগ থানা, ঢাকা মহানগর শ্রমিক দল ও হাজারীবাগ মহানগর শ্রমিক দল, তেজগাঁও থানা, সূত্রাপুর থানা, কোতোয়ালি থানা ও দনিয়া ইউনিয়ন, ৮৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার বাদশা মিয়া ও মনসুর আলীর নেতৃত্বে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।